



বান্ধাঘর ফিট
তো পরিবার ফিট



সময় বদলেছে
বান্ধাঘর বদলাও

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারকারীর জন্যে কিছু পরামর্শ

এই ফ্লিপচার্টটি যিনি ব্যবহার করবেন তিনি নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে হবে এবং অংশগ্রহণকারীদেরও স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় রাখার কৌশল জানতে হবে। নিজে কথা বলার চেয়ে অংশগ্রহণকারীদের কথা বলতে বেশি উৎসাহ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেনো সবাই একসাথে কথা না বলেন। একজন একজন করে কথা বলতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রত্যেকের কথাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে এবং নিজের মতামত প্রদান করতে হবে।

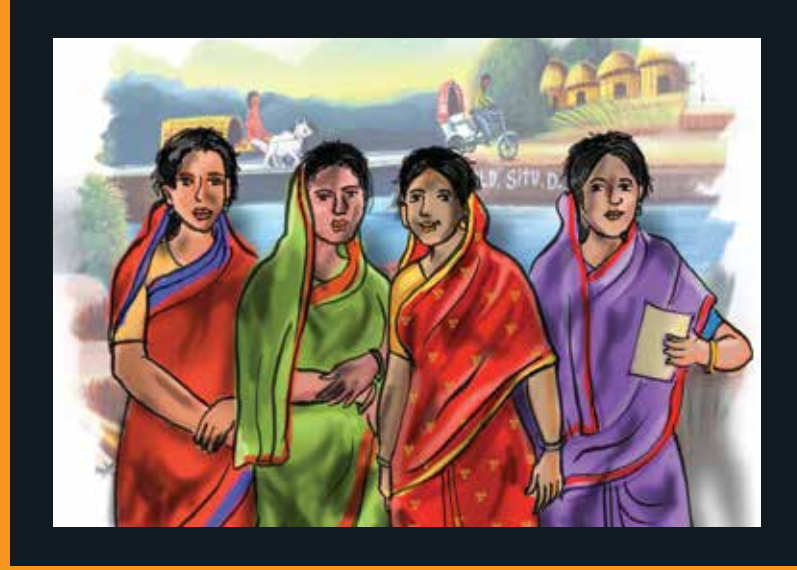
এই ফ্লিপচার্টটিতে মর্ডান চুলা ও জ্বালানীর সব রকম ধারণা একটি গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে হল। একদিকে ছবি ও অন্যদিকে ছবির বর্ণনা দিয়ে দিয়ে গল্পটি পড়ে বুঝতে হবে অংশগ্রহণকারীদের। ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের সময় ছবির দিকটি অংশ-গ্রহণকারীদের দিকে রাখতে হবে এবং পেছনের দিকের বর্ণনা অনুযায়ী গল্পটি পড়ে যেতে হবে।

এই ফ্লিপচার্টটি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গতানুগতিক চুলা থেকে বেড়িয়ে এসে আধুনিক ও উন্নতমানের মর্ডান চুলার দিকে সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা। গতানুগতিক চুলা বা মাটির চুলা ব্যবহারের অনেক ধরণের ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

যার মধ্যে অতিরিক্ত ধোঁয়া একটি প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার কারণে পরিবারের নারী-শিশুসহ বয়স্ক লোকজন নানারকম শ্বাসযন্ত্রের রোগে ভোগেন। এ ছাড়াও মাটির চুলায় ব্যবহৃত ভেজা লাকড়ি/কাঠ, বিশেষ করে গাছের পাতা এই ধোঁয়া উৎপাদনের মূল কারণ। সার্বক্ষণিক ধোঁয়া, কালি ও গাছের পাতা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার কারণে রান্নাঘরও একটা নোংরা কারখানায় পরিণত হয়। অথচ এই রান্নাঘরই হলো, পরিবারের খাদ্যের প্রধান উৎসস্থল। এসব বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করাই এই ফ্লিপচার্টের উদ্দেশ্য।

সুতরাং ফ্লিপচার্টের প্রতিটি ছবি দেখিয়ে রান্নাঘর ও চুলা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে মতামত নিতে হবে এবং তাদের এতোদিনের অভ্যাস ও আচরণের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে। ফ্লিপচার্ট ব্যবহার কারি হিসেবে আপনাকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো, আলোচনা বিষয়বস্তু থেকে সহজে দূরে সরে না যায়। একে একে সবগুলো ছবি ধারাবাহিক-ভাবে দেখাতে হবে। এবং আলোচনাকেও একই ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সবশেষে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আছে কিনা তা জেনে নিয়ে তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

ধারাবাহিকভাবে ছবি দেখান, প্রশ্ন করুন, ও গল্পটি পড়ে শোনান...



ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিটি দেখে অংশগ্রহণকারীদের কার কি মনে হচ্ছে জানতে চান।
- এটা একটা স্টুডিও কিনা? বান্ধবীরা কি করছে বোঝা যায় কিনা জিগ্যাস করুন।
- এরা সবাই যে গৃহিনী, সেটা অংশগ্রহণকারীরা বুঝতে পারছে কিনা ?
- এদের প্রত্যেকের মুখে কালি কেনো লেগে আছে, সে সম্পর্কে তাদের জবাব শুনুন।
- প্রয়োজনে হাসি-ঠাট্টা করুন। কিন্তু আসল কারন খুলে বলবেন না।

গল্পটি পড়ে শোনান

গল্পটা আমাদের গ্রামের সব মহিলার। বিশেষ করে যারা রান্নাবান্নার কাজ করেন তাদের সবার। আমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি না, তাই বুঝতে পারি না। চলুন এদের মধ্য থেকে একজনের গল্প শুনি। তাহলেই আসল বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরুন, এই ছবির এই মহিলাদের একজনের নাম রুম্পা।





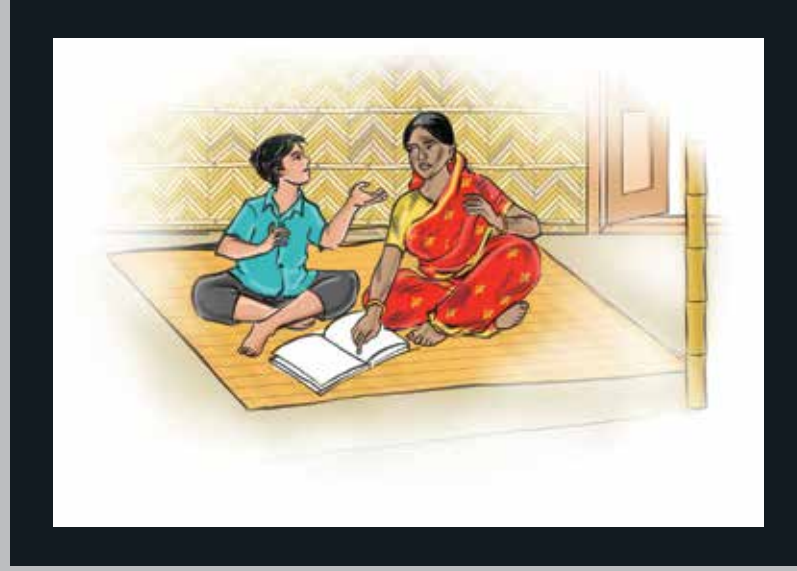
ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? জানতে চান।
- রুম্পা কি কুড়াচ্ছে? কিসের জন্য কুড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? জিগ্যাস করুন।
- কি ধরনের জ্বালানী সংগ্রহ করছে রুম্পা? জানতে চান।
- আপনারা কি জানেন শুকনো লাকড়িতে বেশি ধোঁয়া হয়, না ভেজা লাকড়িতে? প্রশ্ন করুন।
- সবসময় গাছের ডাল বা লাকড়িকে ভালো করে শুকিয়ে ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন।
- গাছের পাতায় ধোঁয়া কেমন হয়? জানতে চান।
- এসব জ্বালানী সংগ্রহ করতে কেমন সময় নষ্ট হয়? জানতে চান।
- জ্বালানী সংগ্রহে যে সময় ব্যয় হয়, তা অন্য আরো উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করলে লাভ বেশি হয়, না কম হয়? বুঝিয়ে বলুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

রুম্পার হাতে, মুখে, শাড়িতে, ধূলা-কালি-ময়লা লেগে আছে। গাছের শুকনো ডালপালা আর পাতা কুড়াচ্ছিলো সে। রুম্পার দশা দেখে প্রতিবেশি কিশোরী মেয়েটির হাসি আর থামে না। রুম্পা মনে মনে মেয়েটিকে তিরস্কার করে, “রান্নাঘরে তো আর তোমাকে যেতে হয় না বাছা, তাই এই হাসি। রান্নাঘরে একবার ঢুকলে মজাটা টের পেতে!”





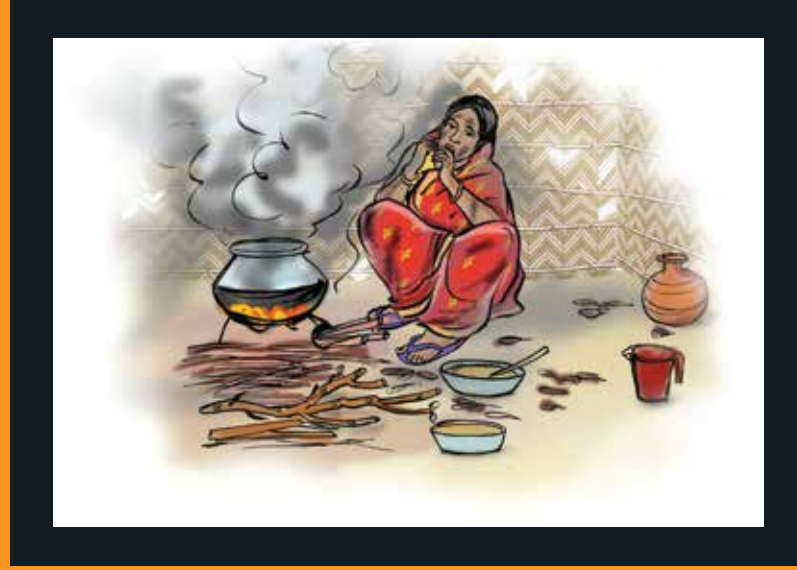
ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- বাচ্চা ছেলেটি রুম্পার কে হতে পারে? জিগ্যেস করুন।
- বাচ্চা রুম্পাকে কি বলছে, ধারণা করতে পারেন? প্রশ্ন করুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

আরেক দিনের ঘটনা। রুম্পা দাওয়ায় বসে তার ৭/৮ বছরের ছেলে রবীনকে পড়াচ্ছে। রবীন হঠাৎ মাকে বলে ওঠে, “মা, তোমার গায়ে সবসময় খোঁয়ার গন্ধ থাকে কেনো? আমার স্কুলের বন্ধুদের মায়ের গায়ে তো, এমন গন্ধ নেই!” রুম্পা কিশোরি মেয়েটিকে যেভাবে মনে মনে তিরস্কার করেছিলো, সেভাবে আর ছেলেকে বলতে পারে না। তাই মনের কথা মনে চেপে চুপ করে থাকে।



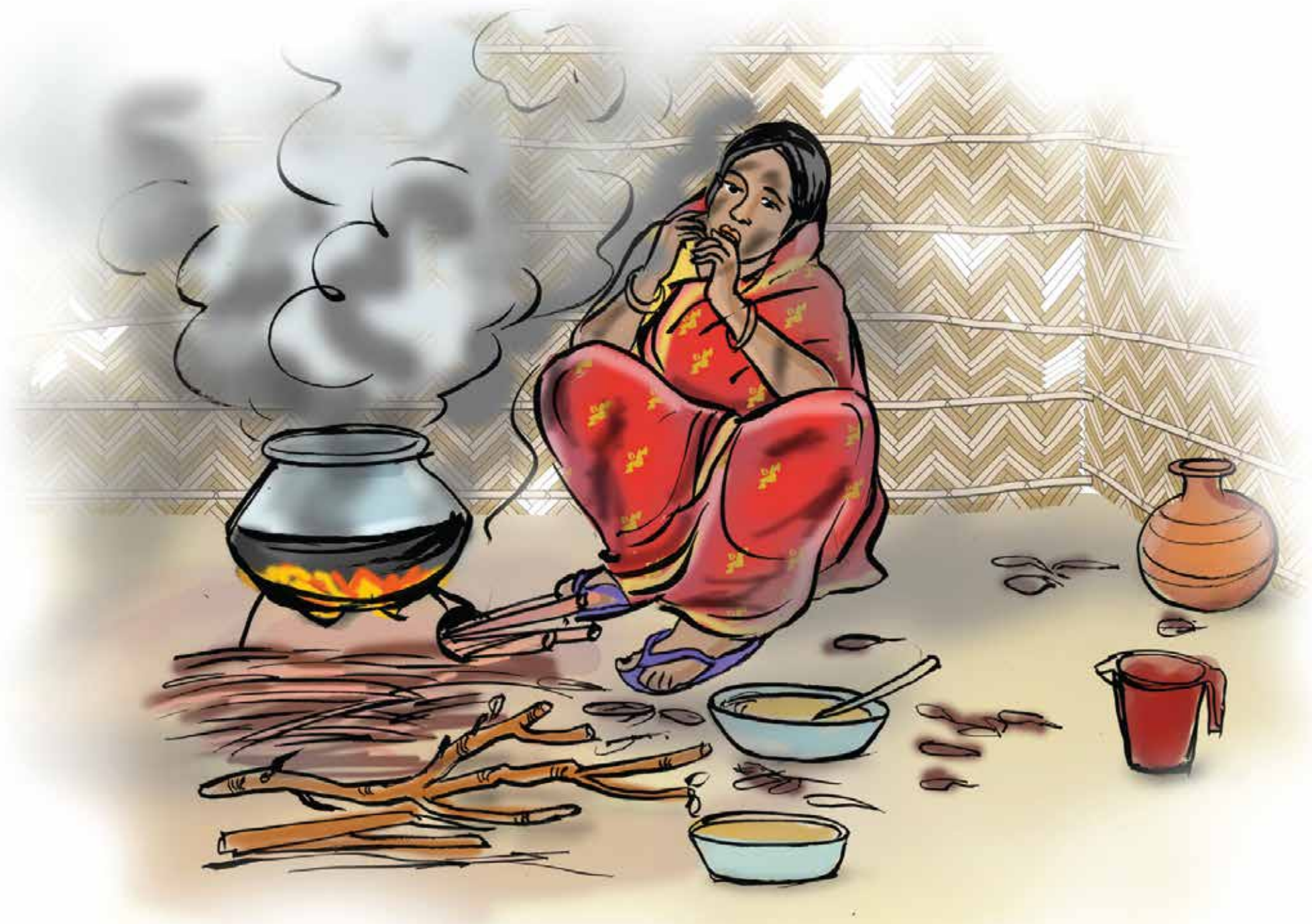


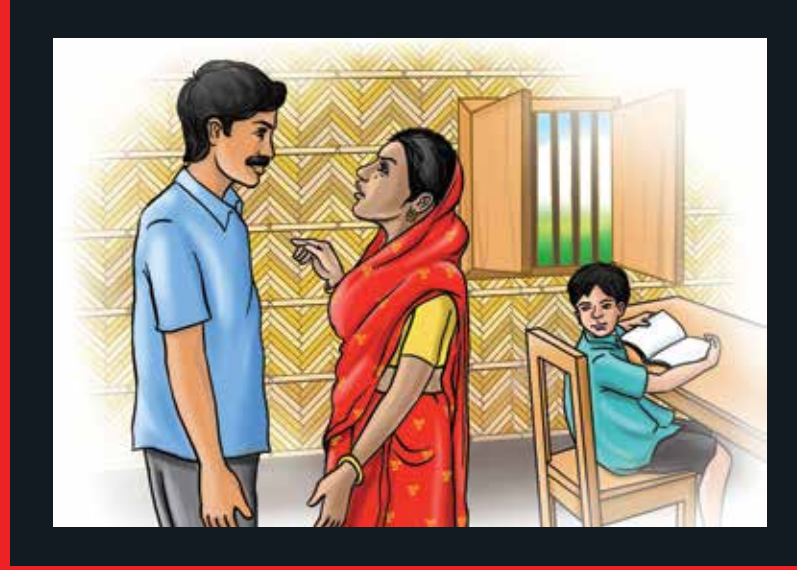
ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- জানতে চান, এটা किसের ছবি। তারা চেনে কিনা।
- তাদের সকলের রান্নাঘরের চেহারা কি এমন নয়? বোঝার চেষ্টা করুন।
- রান্নাঘরে যে চুলাটা আছে সেটা किसের চুলা? জানতে চান।
- এমন মাটির চুলাই কি সবাই ব্যবহার করে না?
- মাটির চুলা ব্যবহারের কারণে রান্নাঘরটি যে ধোঁয়া, কালি আর কুড়িয়ে আনা পাতায় সয়লাভ হয়ে থাকে, তাকি তারা বোঝে?
- এটা দেখতে রান্নাঘর মনে হয় না কারখানা? প্রশ্ন করুন।
- রান্নাঘরের এই অতিরিক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসযন্ত্রের নানান রোগ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে প্রতি বছর ৪৯ হাজার মহিলা ও শিশু মানুষ এইসব রোগে মারা যায়, জানান।
- এই ধোঁয়া আপনার শরীরের ত্বকে অনেক রকম ক্ষতি করে সে ব্যাপারে জানান কি।

গল্পটি পড়ে শোনান

রান্নাঘরে বসে রান্নার মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে পড়ে বুম্পা। তার হাতে, মুখে, শাড়িতে যথারীতি কালি লেপ্টে আছে। সে মনে মনে ভাবে, কি সুন্দরই না ছিলো সে আগে। তাকে দেখলে সবাই কাছে ডাকতো, কথা বলতো, খুশি হতো। কিন্তু বিয়ের পর সংসার আর রান্নাঘরের টানাপোড়েনে, তার আজ এই কি অবস্থা? সারাক্ষণ ধোঁয়াকালিতে থেকে চেহারা, দেব সবই নষ্ট হবার দশা। তার উপর সারাক্ষণ খুশখুশে কাশি লেগে আছে। কাকে বলবে সে এসব কথা? কাকে বোঝাবে মনের কথা?



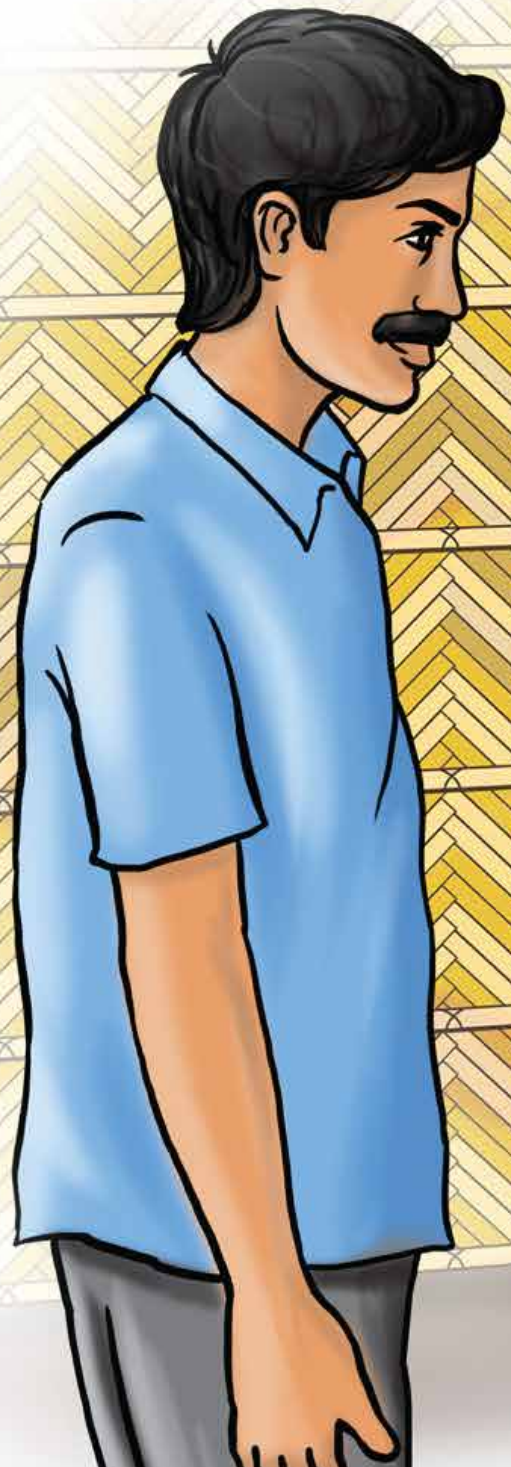


ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- রুম্পার সাথে লোকটা কে হতে পারে? জানতে চান।
- রুম্পা লোকটাকে কি বলছে বলে মনে হয়? জানতে চান।

গল্পটি পড়ে শোনান

রুম্পার স্বামী সুমন বড়িতে ফিরতেই সে তার মনের চেপে রাখা দুঃখ প্রকাশ করে। বলে, রান্নাঘরে ধোঁয়া আর কালিতে তাদের জীবন শেষ। রান্নাঘরে মাটির চুলা, ভিজে লাকড়ি আর লতাপাতায় ঠাসা। ওসব দিয়ে সে আর রান্না করতে চায় না। এতে রান্নাঘরটা একেবারে কারখানার মতো হয়ে থাকে; অগোছালো, অপরিষ্কার। সুমন রুম্পাকে কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।



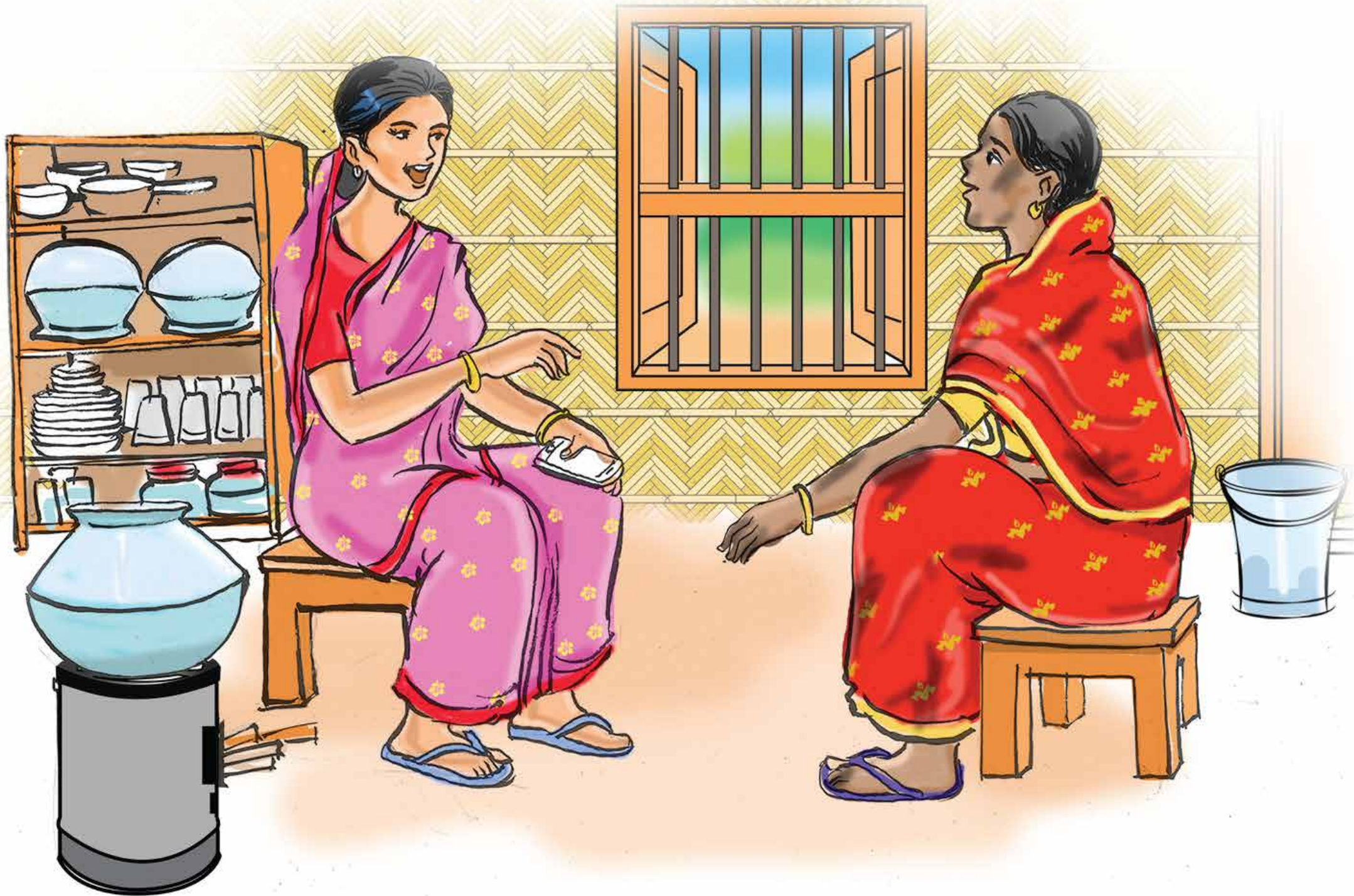


ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? প্রশ্ন করুন।
- নিজেদের রান্নাঘরকে এমন দেখতে চান কিনা? জানতে চান।
- রান্নাঘরে যে দু রকমের চুলা আছে, সেগুলো কি ধরনের চুলা? প্রশ্ন করুন।
- রান্নাঘরটি কেনো এতো গোছানো দেখা যাচ্ছে? জানতে চান।
- ধোঁয়া বা কালি কম হলে রান্নাঘর গুছিয়ে রাখা যায়। জানান।
- রান্নাঘরকে কিভাবে সহজে গুছিয়ে সুন্দর রাখা যায়? তার জন্যে কিছু পরামর্শ দিন।
- যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা কত কিছু বদলেছি। আমরা জানালায় পর্দা ঝুলাই মোবাইল ফোন ব্যবহার করি, টিভি চালাই ইত্যাদি পরিবর্তনের কথা জানান।

গল্পটি পড়ে শোনান

রুম্পা জানায়, সে সেদিন তার এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো। তার রান্নাঘরটা এতো গোছানো, সুন্দর; দেখে মন ভরে গিয়েছিলো রুম্পার। বান্ধবী তখন রুম্পাকে বলেছিলো, সময়ের সাথে সাথে আমাদের অনেক কিছু পাল্টে গেছে। সবার বাড়িতে এখন টেলিভিশন, হাতে মোবাইল ফোন। কিন্তু রান্নাঘরের কথা কেউ ভাবে না। অথচ অনেক সম্ভায় এখন নানারকম মর্ডান চুলা আর মর্ডান জ্বালানি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যা দিয়ে রান্নাঘরকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা যায়।





ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিটিতে এই চুলা ও জ্বালানি গুলো কি আগে কখনো দেখেছেন। জানতে চান।
- আপনারা কখনো মডার্ন চুলা ও মডার্ন জ্বালানির নাম শুনেছেন কি?
- মডার্ন চুলা হচ্ছে সেই চুলা যা দিয়ে রান্নার কাজও আধুনিকভাবে করা যায়। কারণ, মডার্ন চুলায় ধোঁয়া কম হয়, কালি কম হয়, জ্বালানী কম লাগে তাই খরচও কম হয় এবং মডার্ন চুলা সহজে বহন করা যায়। জানান।
- মডার্ন জ্বালানি সম্পর্কে অর্থ্য দিন।
- ম্যাজিক চুলা সম্পর্কে তথ্য দিন।

গল্পটি পড়ে শোনান

বান্ধবী রুম্পাকে জানায়, ২ রকমের মডার্ন চুলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। পেলেটের চুলা আর লাকড়ির চুলা (লাকড়ির চুলা মানে কিন্তু মাটির চুলা নয়)। মডার্ন জ্বালানির কথা বলতে গিয়ে বান্ধবী ২ রকম জ্বালানির কথা বলে। গ্যাস ও প্যালেট। এছাড়াও বান্ধবী রুম্পাকে মডার্ন হট ব্যাগ সম্পর্কেও জানায়।

মডার্ন বাণ্ৰাঘৰ

মডাৰ্ন চুলা

লাকাডিবি চুলা



অগ্নিশিখা



মুসপানা সবুজ চুলা



শক্তি চুলা

পেলেটেটৰ চুলা



লাক্সাৰ কুক ষ্টেটভ



ভেনাস



সূৰ্য চুলা

মডাৰ্ন জ্বালানি



ইকু ফুয়েল

পেলেট



বসুন্ধৰা

লাফ্‌স

ওমেৰা

টোটাৰগ্যাস

প্রলম্পি গ্যাস

মডাৰ্ন হাট ব্যাগ



ৱিটেইভ হিট কুকাৰ



ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিটিতে আমরা কিসের দোকান দেখতে পাচ্ছি? প্রশ্ন করুন।
- এই রকম দোকান এখন দেখতে পান কি?
- ব্লু-স্টার ফার্মেসীতে মর্ডান চুলা ও জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে, তা জানান।
- এছাড়াও এসএমসি প্রতিনিধি, উপজেলা এসএমসি অফিস ও অন্যান্য যাদের কাছে চুলা ও জ্বালানি পাওয়া যাবে, তাদের সম্পর্কে তথ্য দিন।

গল্পটি পড়ে শোনান

রুম্পার কাছে বাস্কীর রান্নাঘরের গল্প শুনে সুমন এসএমসির ব্লু-স্টার ফার্মেসীতে যায়। সেখানে সে নিজের চোখে মর্ডান চুলা আর জ্বালানি দেখতে পায়। তারপর ব্লু-স্টার কর্মির কাছ থেকে চুলা ও জ্বালানির দাম-দর জেনে নিয়ে, তার বাড়ির জন্যে উপযোগি একটি চুলা কিনে নেয় সুমন।

বু-স্টার ডিলার





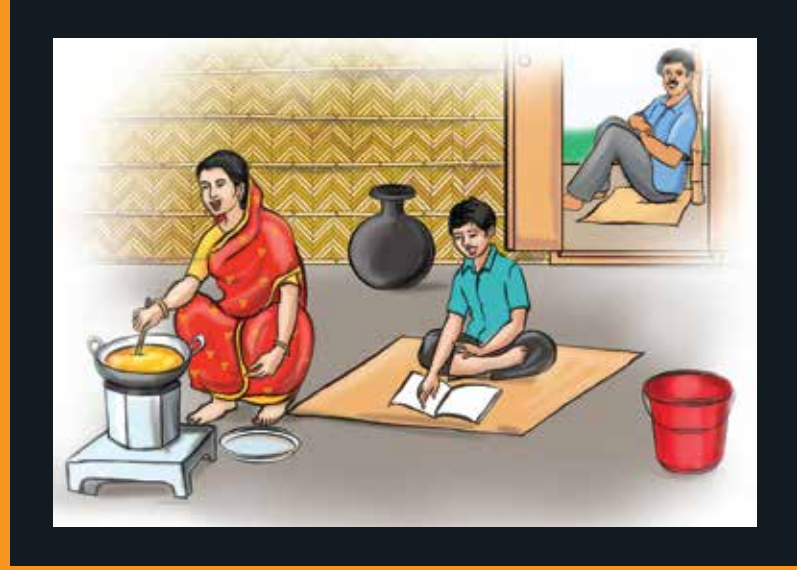
ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিতে আমরা কোন ধরনের মডার্ন চুলা দেখতে পাচ্ছি? জিগ্যাস করুন।
- বাচ্চাটির হাতে আমরা কোন মডার্ন জ্বালানি দেখতে পাচ্ছি?
- পেলেট চুলায় কত রকম সুবিধা জানেন কি? তথ্য দিয়ে জানান।

গল্পটি পড়ে শোনান

সুমন রম্পার জন্যে একটি পেলেট চুলা কিনে নিয়ে আসে। এবং স্বল্প খরচে কিনে আনে পেলেট। পেলেট হলো এক ধরনের মডার্ন জ্বালানি, যা কাঠের ভূষি বা তুষ দিয়ে তৈরি করা হয়। এই চুলায় ফ্যান থাকায় এবং তা দিয়ে আগুন বাড়ানো এবং কমানোর সুযোগ থাকায়, রম্পা খুব খুশি হয়।





ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- রুম্পার রান্নাঘরটি এখন কেমন দেখা যাচ্ছে? প্রশ্ন করুন।
- রান্নাঘরটি কেন এত ঝকঝকে গোছানো লাগছে বলতে পারেন?
- মডার্ন চুলায় ধোঁয়া হয় না, কালি হয় না, মডার্ন জ্বালানি সংরক্ষণে ঝামেলা নেই, রান্নাঘর তাই গুছিয়ে রাখা যায়। এসব জানান।
- রুম্পা ও তার পরিবারের সদস্যদের এখন আগের চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে কিনা? জানতে চান।
- ধোঁয়া কম বলে ত্বকও নষ্ট হয় না। বলুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

মডার্ন চুলা আর মডার্ন জ্বালানি পেয়ে রুম্পা তার রান্নাঘরটি নতুন করে সাজায়। যেহেতু এই চুলা বা জ্বালানিতে ধোঁয়া বা কালি হয়না, তাই রান্নাঘরটা বেশ ঝকঝকে ও তকতকে রাখা যায়। রুম্পা এখন রান্না করতে করতে তার ছেলেকে পড়াতেও পারে। রুম্পার ত্বকের লাবন্যও ফিরে আসে। তাদের বাচ্চার শরীরও এখন বেশ ভালো থাকে। নাক মুখ দিয়ে পানি ঝড়ে পরে না, চোখ জ্বলে না। রুম্পাও এখন আর ঘনঘন কাঁশে না। এমনকি সুমনের শরীরও এখন আগের চেয়ে অনেক ফিট দেখা যায়।



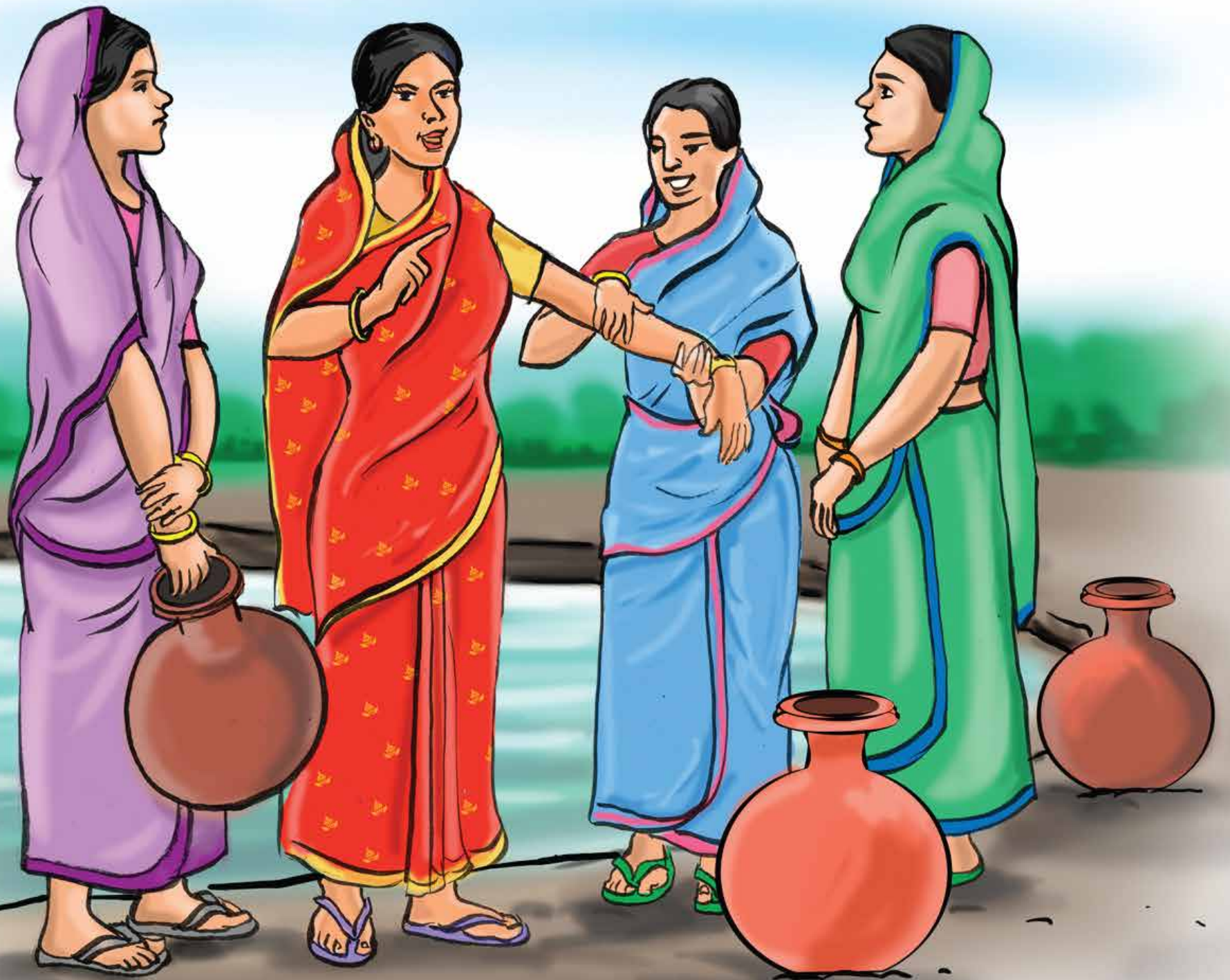


ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিটি দেখে আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন?
- রুম্পাকে নিয়ে সবার কেন এত আগ্রহ?
- রান্নাঘর মডার্ন হলে আপনার কি কি পরিবর্তন হতে পারে, বলতে পারেন? পরিবর্তনগুলো বলুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

রান্নাঘরটা মডার্ন হওয়ার ফলে রুম্পার এখন হাতে কিছু সময় থাকে, তাই সে বিকেল হলে, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে গল্প করতে বের হতে পারে। আর ভাবীরাও তাকে অনেকদিন পর পেয়ে সবাই ঘিরে ধরে। কিছুদিন আগেও যে রুম্পার দিকে ভালো করে তাকানো যেতো না। এখন সেই হলো আসরের মধ্যমণি। এর রহস্য কোথায়? রুম্পা কিছুই লুকায় না। সে হেসে সবাইকে তার মডার্ন রান্নাঘরের কথা বলে।





ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

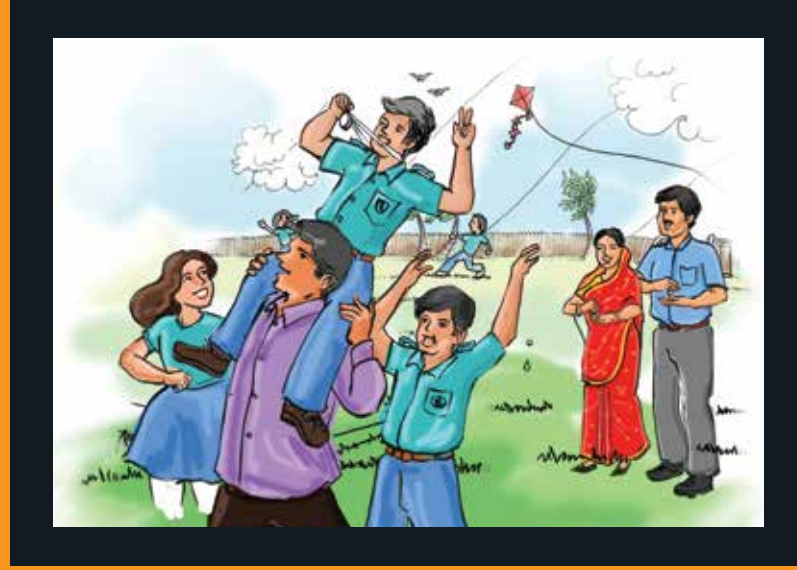
- রুম্পার স্বামী সুমনকে এখন কোথায় দেখছি? প্রশ্ন করুন।
- সুমনের সাথে কে কথা বলছে বলে মনে হয়? জানতে চান।
- কি নিয়ে কথা হচ্ছে বলে মনে হয়? প্রশ্ন করুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

রুম্পার স্বামী সুমন অনেকদিন পর ইউনিয়ন পরিষদে এসেছে। সুমনকে দেখে চেয়ারম্যান আর কাউন্সিলার সকলেই অবাক। সুমনের স্বাস্থ্য হঠাৎ করে এতো ভালো কি করে হলো? চেয়ারম্যান প্রশ্নটি করতেই সুমন মর্ডান চুলা আর জ্বালানি সম্পর্কে সকলকে জানালো।

ইছাপুর ইউনিয়ন পরিষদ





ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? জানতে চান।
- রবীন প্রতিযোগিতায় জিতলো কেনো? ধারণা করতে বলুন।
- রান্নাঘর পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রধান কেন্দ্র এটা জানান।
- মডার্ন রান্নাঘরই পুরো পরিবারকে সুস্থ্য রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এটাকি সবাই বুঝতে পারছে? জিগ্যাস করুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

রবীনের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রবীন দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। রুম্পা আর সুমনও এসেছে অনুষ্ঠানে। স্কুলের শিক্ষক আর ছাত্ররা মিলে রবীনের অসাধারণ কৃতিত্বে খুশি হয়ে, তাকে কাঁধে নিয়ে নাচে। প্রতিবেশিরা রুম্পা আর সুমনকে সাধুবাদ জানায়। রান্নাঘর ফিট হওয়ায় রুম্পার পরিবারটিও হিট হয়ে যায় পুরো গ্রামে।





ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিটি দেখে কি মনে হচ্ছে? জানতে চান।
- রুম্পার রান্নাঘরে এরা কারা এসেছে? জানতে চান।
- রান্নাঘর ও যে একটা আরামদায়ক আড্ডার স্থল হতে পারে কখনো ভেবেছেন কি? বলুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

প্রতিবেশিরা এখন সময় পেলেই রুম্পার রান্নাঘরে এসে ভিড় করে। আর রুম্পারও তাতে আনন্দের শেষ নেই। মোড়া পেতে আসর সাজিয়ে আড্ডা দেয় তারা। আর আড্ডা দিতে দিতেই রুম্পা তার পরিবারের প্রতিদিনের রান্নাও অনায়াসে সেরে ফেলে।





ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করুন

- ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? প্রশ্ন করুন।
- রান্নাঘর বদলানোর মধ্য দিয়ে মহিলাদের ত্বক ও সৌন্দর্যও বাড়ে; এটাকি বুঝতে পারছে? জেনে নিন।
- সময়ের সাথে সাথে রান্নাঘর বদলানো প্রয়োজন। এটা কি তারা বুঝতে পারছে? জেনে নিন।
- গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারলাম? জিগ্যাস করুন।

গল্পটি পড়ে শোনান

রুম্পার মাধ্যমে গ্রামের সবাই ধীরে ধীরে বুঝতে পারলো, রান্নাঘরকে কিভাবে ফিট রাখতে হয়। এভাবেই পুরো গ্রামটা আলোকিত হয়ে ওঠে। আর এই গল্পের মাধ্যমে আমরা এক কথায় যা শিখলাম, তা হলো: সময় বদলেছে, রান্নাঘর বদলাও!



ITU.D.C.DA



সময় বদলেছে

বান্ধাঘর বদলাও